Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদ: ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারণা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

স্মৃতি উসমান

রোলঃ 228021187

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদ: ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারণা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

স্মৃতি উসমান

রোলঃ 228021187

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " জিহাদ: ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারণা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে স্মৃতি উসমান , আইডিঃ 228021187 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জিহাদ: ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারণা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Smriety Usman

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

স্মৃতি উসমান

আইডিঃ 228021187

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

"জিহাদের ব্যাপারে কিছু ভুল ধারণার অপনোদন" 6

উপসংহার 13

ভূমিকা

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ভুল বুঝা হচ্ছে ইসলাম ধর্মকে। বিশ্বের যে ধর্মকে নিয়ে বেশি ভুল প্রচলিত আছে তা ইসলাম ধর্ম।

এ ভুল ধারণার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে সংবাদ মাধ্যম।

আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম, ম্যাগাজিন, রেডিও, স্যাটেলাইট,টেলিভিশন,ইন্টারনেট ইত্যাদিতে অপ- প্রচার চালানো হচ্ছে।
এবং ইসলাম সম্পর্কে যে শব্দটি নিয়ে বেশি অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বা ভূল ধারণা প্রচলিত তা হচ্ছে জিহাদ।

এটাকে শুধু মুসলিমরাই ভুল বুঝছে না মিডিয়ার অপপ্রচারের কারণে অমুসলিমরাও ভুল ধারণা পোষণ করছে।
আজকের দিনে বেশিরভাগমানুষ মুসলিম অথবা অমুসলিম, তারা মনে করে যে কোন কারনে কোন মুসলিম কোন যুদ্ধ করলেই তা জিহাদ।
হতে পারে এটা ব্যক্তিগত কারণে, নামের জন্য, খ্যাতির কারনে ।

"জিহাদের ব্যাপারে কিছু ভুল ধারণার অপনোদন"

আমাদের খুব পরিচিত একটি ধারণা হচ্ছে যে ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং ইসলাম কোন সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করে না। আমাদের বেশিরভাগ ইসলামিক ধারণার মতো এই ধারণাটিও সামাজিক চিন্তা-ভাবনা, ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং লোককথার ওপর ভর করে গড়ে উঠেছে। সাধারণত, এর পেছনে কোনো ইসলামিক অনুসন্ধান নেই। ঠিক যে ইসলাম কেবল শান্তির ধর্মই নয় বরং ইসলামের মূল উদ্দেশ্যই এটি যে প্রথমে আখিরাতের জীবনে শান্তি নিশ্চিৎ করতে যা কিছু করা দরকার তা করা, উপরি হিসেবে দুনিয়াতেও যদি আল্লাহ শান্তিতে রাখেন, আলহামদুলিল্লাহ! কিন্তু, জিহাদও ফরয আল-আইন, যেখানে উম্মাহর রক্ত কুফফাররা নানান কথিত ইস্যুতে ক্রমাগত ঝরিয়ে চলেছে। যে ব্যক্তি জিহাদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জিহাদ না করে বা এতে সাহায্য না করে মৃত্যুবরণ করলো সে ব্যক্তি কেন গুনাহগার হবে না?

নবীজী (সা) বলেন, "যে নিজে জিহাদ করে নি অথবা কোন মুজাহিদকে যুদ্ধের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দেয় নি অথবা মুজাহিদ পরিবারের উপকার করে নি আল্লাহ কিয়ামতের পূর্বে তাকে কঠিন বিপদে ফেলবেন।" [আবু দাউদ: ২৫০৩]

নবীজী (সা) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, জিহাদ করে নি, অথবা মনে জিহাদের আকাঙ্খাও রাখে নি, তবে সে নিফাক্বের একটি শাখায় মারা গেল।" [আবু দাউদ: ২৫০২]

যে ব্যক্তির দাওয়াহ ও জিহাদ করার সামর্থ্য ছিলো, কিন্তু করে নি সে আলাদা করে দাওয়াহ এবং জিহাদ না করার অর্থাৎ এ
দুটি গুনাহর ভাগীদার হবে। জিহাদ যে ফরয তার প্রমাণ হোলো ,,,,

কুরআনে আল্লাহ বলছেন,,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক লাভজনক ব্যবসার কথা বলব না, যা তোমাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে?

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ওপরে ঈমান আনবে এবং আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের জান-মাল কুরবান করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা অনুধাবন করতে পার।"

[সফ: ১০-১১]

এখানে উভয়টির আদেশই করা হয়েছে। জীবন দিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ করা এবং শ্রম, জ্ঞান এবং অর্থ দিয়ে এতে সাহায্য করা, এর পক্ষে দাওয়াহ দেয়া, ঘুমন্ত উম্মাহকে জাগিয়ে তোলা, যেন তারা পূর্বের জৌলষ পুনরায় ফিরে পেতে পারে যেভাবে প্রথমবার আল্লাহ তাদের দিয়েছিলেন। আদেশ-সূচক অনুজ্ঞা যেহেতু উসূল অনুযায়ী কোনও কাজের ফরয হওয়ার পরিচায়ক সাধারণত, তাই দুটিই আলাদা আলাদা করে ফরয। এছাড়া কুরআনে প্রায় পৌণে পাঁচশত আয়াত আছে জিহাদ এবং এর ফজিলত সম্পর্কে আর আছে প্রচুর হাদিস।

এই ভুল ধারণার সমস্যাটা কোথায়? সাধারণত মানুষ জিহাদ আর সন্ত্রাসবাদকে একই সাথে করে ফেলে। সন্ত্রাসবাদ শব্দটা আসলে কুফফারদের উদ্দেশ্য মূলক প্রচারণা। কিন্তু কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

"তাদের জন্য তোমরা যথাসাধ্য সাজ-সরঞ্জাম, শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে এবং এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেবে,

যাদের পরিচয় তোমরা জানো না, শুধু আল্লাহ তা'আলাই তাদের চেনেন;আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে আদায় করে দেয়া হবে এবং তোমাদের ওপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।”

[আনফাল: ৬০]

অর্থাৎ এমন আচরণ করতে হবে যেন কুফফাররা আমাদের আক্রমণের বদলে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে সংকিত থাকে।

জিহাদের নামে সন্ত্রাসবাদ কুফফার শয়তানদের বিপরীতে হলেও, জিহাদের সাথে সাথে সন্ত্রাসবাদটা উম্মাহর পক্ষে, উপরের আয়াতে আল্লাহর নির্দেশ তো দেখলেনই। আর এটা তো স্বাভাবিক যে কাফির, মুনাফিকরা এইসব পছন্দ করবে না, তাই তাদের খুশি করার চেষ্টাটা হল মুমিনদের জন্য মূর্খতা। তাই মনে হতে পারে যে দুটি একসাথে যেহেতু করব সুতরাং করা তো হয়েই যাচ্ছে। সমস্যা অন্য জায়গায়। জিহাদ এবং দাওয়াহ এবং প্রস্তুতির মাধ্যমে কুফফারদের মনে ত্রাস সৃষ্টি দুটিই ফরয হয় যখন মানুষের এ দুটি করার সামর্থ্য হয়ে যায় (অর্থনৈতিক, শারীরিক ইত্যাদি সামর্থ্য)। লক্ষ্যণীয় যে জিহাদের দাওয়াহ দেয়ার অর্থনৈতিক যে সামর্থ্য সেটা জিহাদে যাওয়া থেকে সহজ। তাত্ত্বিকভাবে এমন একজন ব্যক্তির কথা চিন্তা করাই যায়, যার জিহাদ করার সামর্থ্য কোনো দিনও হল না, কিন্তু জিহাদের দাওয়াহ দেয়ারর সামর্থ্য, অথবা প্রস্তুতি নেয়ার সামর্থ্য অথবা কুফফারদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করার সামর্থ্য ঠিকই হয়েছিল। এই ব্যক্তি যদি তা না করে মৃত্যুবরণ করে, জিহাদের জন্য তাকে ধরা না হলেও, কিন্তু জিহাদের দাওয়াহ এবং এর প্রস্তুতি না গ্রহণ করার জন্য ঠিকই ধরা হবে। আল্লাহু আ'লাম।

জিহাদ এবং জিহাদের দাওয়াহ, প্রস্তুতি, কুফফারদের মনে ত্রাস সৃষ্টিকরণ উভয়টিই করার ব্যাপারে মানুষের সারা জীবনের সময় রয়েছে। কিন্তু সামর্থ্য থাকলেই তৎক্ষণাৎ করে ফেলাটাই উলামাদের মত আর এটাই স্বাভাবিক মানব বৈশিষ্ট্য

অনুযায়ী যৌক্তিক। তাই জিহাদ যখন ফরযে আইন, তখন সামর্থ্য না থাকলে তা অর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা করে যেতে হবে। যেখানে উম্মাহর রক্ত ঝরছে, যে রক্তকে কাবা শরীফের ইটের চেয়ে পবিত্র গণ্য করা হয়, যেখানে তৃতীয় পবিত্র মসজিদ বাইতুল মুকাদ্দাস কুফফারদের দখলে, আর যেখানে উম্মাহর মাঝে খিলাফাহ নেই। কারণ আপনার সারা জীবন কতদিনের হবে সেটার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আপনার ৩০ বছর বয়সে জিহাদ বা জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার করার সামর্থ্য হল, কিন্তু বাংলাদেশের স্টুপিড কালচার অনুসারে আপনি পরিকল্পনা করে রাখলেন যে, এতএত দিন পরে গিয়ে যুলমবাজ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু কথা বলে জিহাদের দায়িত্ব পালন করবেন অথবা ফিলিস্তিনীতে গিয়ে মুসলিমদের সাহায্য করবেন। এমতাবস্থায় যদি সেই অবস্থানে পৌছনোর আগেই আপনি মারা যান, অথবা জিহাদ করার অর্থনৈতিক বা শারীরিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন তবে আপনি অবশ্যই যে গুনাহগর হবেন না, সেটার কোন যৌক্তিকতা নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ,,,

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

"আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদের এই এলাকা থেকে নিষ্কৃতি দান করুন এখানকার লোকেরা অত্যাচারী আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন।

" [নিসা: ৭৫]

অনেকে জিহাদেরকে দাওয়াহকে পিছিয়ে রাখেন অথবা দিতে চান অথবা জিহাদের দাওয়াহ নিয়ে গেলে এই বলে যে, "আপনার এত জিহাদ জিহাদ করছেন, তো

আপনারা ফিল্ডে নামছেন না কেন?!" টাইপের প্রশ্ন দিয়ে। তারা মূলত উম্মাহ কেন্দ্রিক চিন্তা না করে, জিহাদকে কার্যত বিপদ বলে গণ্য করেন। তারা মূলত এই চিন্তায় মগ্ন যে যদি কেউ সত্যিকারের জিহাদ করে তবে তাদেরকে সমর্থন দিবেন। এটা আসলে তাদের মুখের কথা। কেননা কোন জিহাদই তাদের কাছে সত্যিকারের জিহাদ না, যতক্ষণ না সেটা তার দল, মাসলাক, তার পীর, ক্ষমতাসীন রাজপরিবারের পক্ষে না যায়, অথবা সে আসলেই আল্লাহর জন্য শহীদ হলে যে জান্নাত পাওয়া যাবে, সেটার উপর পূর্ণ ঈমান আনতে পারেন নি। তাদের ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে এখনো ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্যটি যে কোন কারণেই হোক বুঝে আসে নি। এই চিন্তার পেছনে দুটি ভুল কারণ কাজ করে। প্রথমটি আগেই বলেছি, জিহাদকে এমতাবস্থায় ফরয আল-আইন মনে না করা। দ্বিতীয়টি হল জ্ঞানের অভাব। জ্ঞানের অভাবে তারা আসাবিয়্যাহ মানে তারা যেই রাজপরিবারকে সমর্থন করে, অথবা যেই দল, যেই গণতন্ত্রকে সমর্থন করে সেগুলো জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ কে কার্যত সমর্থন করে না, অনেক ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক এবং মৌখিকভাবেও সমর্থন করে না, আর মুখে তারা যত যাই বলুক না কেন। তার উপর ব্যক্তিগত উপলব্ধির দূর্বলতা যোগ করলে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ মানুষ সুখ-শান্তি, বিলাসিতা, স্ত্রী-সন্তান, পরিবার, দুনিয়াকে খুব ভালোবাসে যা তার কাছে আপাত দৃষ্টিতে সুখে-শান্তিতে আছে।

অনেকে মনে করেন যে জিহাদ ফরয হলেও, এর নামে সন্ত্রাসবাদ ইসলাম সমর্থন করে না। এটা লজিক এবং শারীয়াহ'র যে উসূল দুই দিক দিয়েই ভুল। লজিকালি ভুল এই কারণে যে তারা আসলে সন্ত্রাসবাদ ইসলাম সমর্থন করে না বলে সেকুলাঙ্গার, তাগুত, কুফফার এদের খুশি রাখতে চায়, আবার জিহাদকে ফরয বলে কারণ তারা মুমিনদের মাঝেও মুমিন হিসেবে পরিচিতি পেতে চায়। কুফফার ভীত সন্ত্রস্ত করা যদি ভুল হত, তাহলে কুরআনে এবং হাদীসে অবশ্যই এরকম কিছু উল্লেখ করে সতর্কতা থাকত যে, "সবাধান যেন মুনাফিক, কুফফার, তাগুত, শয়তানেরা তোমাদের ভয় না পায়, তাদের ক্ষতি করো না, তারা নিরীহ!" সরাসরি তাগুত, কুফফারদের প্রতি সন্ত্রসবাদকে হারাম বলে দিলেই হয়ে যায়। কিন্তু না

"আমি জিহাদকে সমর্থন করি, কিন্তু সন্ত্রাসবাদকে না" বলাটা ফ্যালাশিয়াস কেননা তাগুত, কুফফারদের প্রতি সন্ত্রাসবাদ এমন জিনিস যা না থাকলে সেটাকে জিহাদকে লজিকালই ফরয করার অর্থই হয় না। যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেছেন যে, তিনি কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না। শারীয়াহ'র একটি উসূলের ভুল প্রয়োগ করেন তারা, যারা উম্মাহর এমতাবস্থায় জিহাদের দাওয়াহকে সন্ত্রাবাদ বলেন, এই অর্থে যে এতে উম্মাহর উপর আরো যুলুম নেমে আসবে, যেখান যুলুমের আর কিই বা বাকি আছে!

এতো কথা কেন বললাম? এজন্যই যে আপনার যদি জিহাদের দাওয়াহ দেয়ার অথবা জিহাদের প্রস্তুতি নেয়ার অথবা তাগুত কুফফারদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করার সামর্থ্য হয়ে যায় আপনার উচিৎ চট করে এই দায়িত্বগুলো পালন করে এগুলোর দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। সশস্ত্র জিহাদের প্রেক্ষাপটের জন্য বসে না থাকা।যখন আপনার জিহাদের দাওয়াহ দেয়ার সামর্থ্য হয়ে যায় কিন্তু ক্বিতাল করার সামর্থ্য হয় নি, তখন কিন্তু জিহাদের দাওয়াহ দেয়া ফরয হয়ে গেছে কিন্তু ক্বিতাল ফরয হয় ফরয হয় নি। ফলে যেটা ফরয হয় নি সেটার জন্য যেটা ফরয হয়েছে সেটাকে ঝুলিয়ে রাখবেন না। জিহাদের দাওয়াহ দিতে থাকুন, তাগুত বর্জনের দাওয়াহ দিতে থাকুন আর এটাই তাগুত কুফফারদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করার একটা মাধ্যম এবং সাথে সাথে তাওহীদের দাওয়াহও বটে। "আমি প্রত্যেক জাতিরর মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।" [নাহল: ৩৬] পরে যখন আবার ক্বিতাল ফরয হবে তখন ক্বিতাল করতে থাকবেন। যদি কোনও কারণে তাগুতকে বর্জনের দাওয়াহ, জিহাদের দাওয়াহ এবং জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করার পর আর জিহাদ করার সামর্থ্য না আসে, কোনো সমস্যা নেই, ইনশা'আল্লাহ আপনি ফরয আল-আইন জিহাদ পরিত্যাগ করার অপরাধে অপরাধী হবেন না। তবে যদি এমন হয় যে এখন আপনার জিহাদের সামর্থ্য আছে, এর পক্ষে দাওয়াহ দেয়ারও সামর্থ্য আছে কিন্তু মানুষ কি বলবে, অথবা এই আরামের জীবনে তাগুত কর্তৃক দূর্দশা চলে আসবে, যদি তাগুতদের নাম ধরে ধরে তাদের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে যেভাবে জাতির পিতা ইব্রাহিম (আ) তাগুত বর্জন করতে বলেছিলেন, সেভাবে বর্জনের দাওয়াহ দেই!! এমন

ধরনের ধারণাকে দুনিয়া কেন্দ্রিকতা আর আখিরাত বিমুখতা বলতে হয়। এটা আল্লাহকে ভালোবাসার লক্ষণ নয়। যেখানে আপনাকে মরতে তো হবেই তা যেভাবেই হোক না কেন, আল্লাহ আ'লাম।

অথচ দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশার ক্ষণস্থায়ী ধোঁকার জীবন ছাড়া আর কিছুই নয়।

উপসংহার

ওইআমাদের সময় বহু ইয়াং সামর্থ্যবান ছেলেমেয়েকে দেখা যায় এই দেশ সেই দেশ ট্যুর করে বেড়াচ্ছে, অথচ জিহাদে যাচ্ছে না বা তাগুত বর্জন করছেন না আর এগুলো সম্পর্কে তারা খুব অজ্ঞ, এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধরত মযলুম মুসলিমদের প্রতিরক্ষায় জিহাদে যাবার ব্যাআপারে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। তারা কুফফার মিডিয়া দ্বারা ব্রেইনওয়াশড হয়ে জিহাদের মত এত বড় ইবাদতকে কার্যত ঘৃণা করা, অথবা ফিতনা মনে করতে শুরু করে, যেটা স্পষ্টতই বিভ্রান্তি। তাদের প্রতি অনুরোধ সত্য জানুন। আল্লাহর কাছে দুআ করুন। জিহাদে যেতে না পারুন অন্তত জিহাদের পক্ষে বলুন, তাগুতকে অস্বীকার করুন। আল্লাহ আমাদের সেই সুযোগ ও তাওফীক দান করুক।